প্রশ্ন: বৈশেষিক মতে অভাব কাকে বলে? এটি কি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ? অভাব কয় প্রকার? অভাব কিরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়?

অভাবের লক্ষণে বলা হয়েছে- 'নিষেধাত্মিকাপ্রত্যয়গম্যত্বম্ অভাবত্বম্' - অর্থাৎ নিষেধ বোধক নঞ্ অথবা শব্দের দ্বারা উল্লিখিত জ্ঞানের বিষয় যে হয় তার নাম অভাব। অভাব হল নেতি-মূলক পদার্থ। ঘট, পট, ইত্যাদি যেমন ভাব পদার্থ, ঘটের না থাকা অর্থাৎ ঘটাভাব পটের না থাকা অর্থাৎ পটাভাব হচ্ছে অভাব পদার্থ। 'পাত্রে জল নেই' এই জ্ঞানে পাত্রটি যেমন ভাব পদার্থরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়, জলাভাব ও তেমনি জ্ঞানের বিষয় হয়। বস্তুবাদী ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জ্ঞানের বিষয়মাত্রই জ্ঞান-অতিরিক্ত বিষয়। বস্তুর না থাকা অর্থাৎ অভাব জ্ঞানের বিষয় হয়। কাজেই অভাব ও জ্ঞান-নিরপেক্ষ পদার্থ। প্রত্যক্ষগোচর পাত্রটি যেমন জ্ঞান নিরপেক্ষ এক ভিন্ন পদার্থ, তেমনি 'পাত্রে জলাভাব' জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় ঐ অভাব ও জ্ঞান-নিরপেক্ষ একটি ভিন্ন পদার্থ।

অভাব দুইপ্রকার - সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব।

অন্যোন্যাভাব:- দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদ হচ্ছে অন্যোন্যাভাব। দুটি বস্তু ভিন্ন হলে তাদের একটির অন্যটির যে অভাব, তাই অন্যোন্যাভাব। 'ঘট পট নয়' অথবা 'পট ঘট নয়' - ইত্যাদি বাক্য অন্যোন্যাভাব প্রকাশক।

সংসর্গাভাব:- একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর সংসর্গের বা সংস্পর্শের অভাব হচ্ছে সংসর্গাভাব। সহজকথায়, সংসর্গাভাব হচ্ছে কোন কিছুতে কোন কিছুর অভাব। 'ঘটে জল নেই', 'ঘরে টেবিল নেই' - ইত্যাদি বাক্য সংসর্গাভাবের প্রকাশক। সংসর্গাভাবের দুটি বস্তুর মধ্যে আধার-আধেয় ভাব থাকে না। আর অন্যোন্যাভাবের দুই আর

২

অন্যোন্যাভাবের দুটি বস্তুর মধ্যে তাদাত্ম্যের অভাব বোঝায়। সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার — ① প্রাগভাব ② ধ্বংসাভাব এবং ③ অত্যন্তাভাব।

① প্রাগভাব — কোন কার্যের উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে সেই কার্যের যে অভাব তাই প্রাগভাব। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকাতে ঘটের যে অভাব তা ঐ ঘটের প্রাগভাব। এই অভাবের আদি নেই কিন্তু অন্ত আছে। যে মুহূর্তে কার্যটি উৎপন্ন হয় সেই মুহূর্তেই প্রাগভাবের ধ্বংস হয়।

② ধ্বংসাভাব :- কোন কার্যের ধ্বংস হওয়ার পরে ধ্বংসাবশেষে সেই কার্যের যে অভাব, তাই ধ্বংসাভাব। মৃন্ময় ঘট বিভিন্ন অংশে ভেঙে গেলে সেইসব ভগ্ন অংশের মধ্যে ঘটটির যে অভাব তাই ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাব বিশেষ কোন কালে উৎপন্ন হয়। ঘটটি ধ্বংস হলে ধ্বংসাভাব উৎপন্ন হয়। এই অভাবের আদি আছে তবে ধ্বংসাভাবের অন্ত বা শেষ নেই। ধ্বংসাভাবের আর ধ্বংস হয় না।

③ অত্যন্তাভাব :- ত্রৈকালিক সংসর্গের অভাব হচ্ছে অত্যন্তাভাব। যখন একটি বস্তুর মধ্যে অন্য কোন বস্তুর সংসর্গ অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ - কোন কালেই থাকে না তখন সেই সংসর্গের অভাবকে বলে অত্যন্তাভাব, যেমন বায়ুতে রূপের অভাব। বায়ুতে রূপের অভাব অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, তেজের বিশেষ গুণ - রূপ, বায়ুর বিশেষগুণ - স্পর্শ। তাই বায়ুতে রূপের যে অভাব তা ত্রৈকালিক। অত্যন্তাভাবের আদিও নেই অন্তও নেই।

অভাব গ্রাহক প্রমাণ :

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, ভাব পদার্থের যেমন প্রত্যক্ষ হয়, অভাব পদার্থেরও তেমনি প্রত্যক্ষ হয়, প্রত্যক্ষ হচ্ছে সন্নিকর্ষ জন্য। অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সন্নিকর্ষটি হল 'বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষ', ভূতলে ঘটের অভাব প্রত্যক্ষকালে ভূতলটি বিশেষ্যরূপে এবং ঘটাভাব ভূতলের বিশেষণরূপে উপস্থিত থাকে। এখানে ভূতলের সঙ্গে চোখের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয় এবং ঐ ভূতলের বিশেষণ হচ্ছে 'ঘটাভাব', বিশেষ্য ভূতলং প্রত্যক্ষকালে তার বিশেষণ ঘটাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয় বলে অভাব প্রত্যক্ষ সন্নিকর্ষ হচ্ছে 'বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব সন্নিকর্ষ'- বলে। ভাব পদার্থকে আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করি, সেই ভাব পদার্থের প্রতিযোগী অভাব পদার্থকে সেই একই ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করি। চোখ দিয়ে যেমন দেখি টেবিলে বই আছে তেমনি চোখ দিয়েই দেখি যে টেবিলে বই নেই। সহজকথায় ন্যায়-বৈশেষিক মতে অভাবকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

ভট্ট-মীমাংসক অভাবকে পদার্থরূপে স্বীকার করলেও অভাবের জ্ঞানে প্রত্যক্ষকে ~~অথবা~~ অনুমানকে প্রমাণ বলেন না। ভট্টমতে, যেহেতু অভাব ভাব পদার্থ থেকে ভিন্ন সেকারণে ভাব পদার্থ সমূহের গ্রাহক প্রমাণ অপেক্ষা ভিন্ন প্রমাণের দ্বারাই অভাবকে জানা যাবে এবং সেই অতিরিক্ত প্রমাণটি হল অনুপলব্ধি। ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞানে ভূতলের উপলব্ধি হলেও, ঘটের উপলব্ধি হয় না, ঘটের অনুপলব্ধি হয়, ঘটের অনুপলব্ধি থেকেই ঘটের অভাবের জ্ঞান হয়।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ

বৈশেষিক মতে, এই জগতের যাবতীয় উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু অর্থাৎ যৌগিক সাবয়ব বস্তুর উপাদান কারণ পরমাণু। জগতের যেকোন যৌগিক বস্তুকে যেমন ঘটকে ক্রমাগত বিভক্ত করলে অন্তিম পর্যায়ে এমন কতকগুলি অতিসূক্ষ্ম জড়কণা পাওয়া যায় যা অবিভাজ্য ও অচ্ছেদ্য। এসব অবিভাজ্য, অচ্ছেদ্য অর্থাৎ নিরবয়ব জড় কণাই হচ্ছে পরমাণু। পরমাণুগুলি সৎ, নিত্য, অবিভাজ্য, অকারণ এবং অনুমেয়। পরমাণুগুলির সত্তা আছে। এই কারণে এগুলি সৎ। এগুলি নিত্য কারণ পরমাণুর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণু দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশ। এগুলি নিরবয়ব, যেহেতু এগুলি আর বিভাজ্য নয়। পরমাণু যাবতীয় যৌগিক পদার্থ যেমন- ঘট পট ইত্যাদির কারণ, কিন্তু যৌগিক পদার্থ পরমাণুর কারণ নয় এইজন্য পরমাণু হল অকারণ।

পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমানের সাহায্যেই আমরা এগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাত হই। এই অনুমান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ : এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ হল সাবয়ব অর্থাৎ অঙ্কে সমষ্টি। যা কিছু উৎপন্নশীল তার অংশ থাকবেই কারণ কোন বস্তু সৃষ্টি করার অর্থই হল কতকগুলি অংশকে বিশেষ কোন প্রকারে সংযুক্ত করা। এখন এই অংশগুলিকে যদি আমরা ক্ষুদ্রতর অংশতে বিভক্ত করি এবং সেইগুলিকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করি তাহলে আমরা এমন একটি অবস্থায় এসে উপস্থিত হব যখন আর অংশগুলিকে বিভক্ত করা সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় এসে আমরা কতকগুলি অবিভাজ্য নিরবয়ব অতিসূক্ষ্ম কণিকা পাই যেগুলি সব যৌগিক পদার্থের মূল উপাদান। এগুলিকেই পরমাণু বলা হয়।

বৈশেষিক মতে, পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং এক পরমাণুর সঙ্গে অন্য পরমাণুর [struck out] পরিমাণগত কোন পার্থক্য নেই। সব পরমাণুর পরিমাণ ও আকার একই প্রকার। সব পরমাণুর পরিমাণ = অণু পরিমাণ। সব পরমাণুর আকার গোলাকার, পরিমাণগত পার্থক্য না থাকায় পরমাণু নিশ্চল ও গতিহীন। পরমাণুর নিজস্ব কোন গতি নেই, তবে পরিমাণগত তারতম্য না থাকলেও, পরমাণুদের মধ্যে গুণগত তারতম্য আছে। সব পরমাণুর গুণ বা ধর্ম অভিন্ন নয়। এক জাতীয় পরমাণুর একটি বিশিষ্ট গুণ আছে। ক্ষিতির পরমাণুর বিশিষ্ট গুণ গন্ধ, জলের পরমাণুর রস বা স্বাদ, তেজের পরমাণুর রূপ এবং বায়ুর পরমাণুর স্পর্শ। একজাতীয় পরমাণুর সঙ্গে ভিন্নজাতের পরমাণুর গুণগত পার্থক্য আছে।

পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন হওয়ায় তারা নিজশক্তিতে পরস্পর মিলিত হয়ে জগৎ রচনা করতে পারে না। পরমাণু সংযোগের জন্য একারণে বাহ্যশক্তির প্রয়োজন হয়। প্রাচীন বৈশেষিকদের মতে, জীবের কর্ম থেকে জাত অদৃষ্টশক্তিই নিমিত্তকারণরূপে পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত করে এবং জীবের কর্মফল লাভের উপযোগী জগৎ রচনা করে। কিন্তু পরবর্তী বৈশেষিকগণ বলেন - অন্ধ, অচেতন অদৃষ্ট-শক্তির দ্বারা কোন পরিকল্পনা অনুসারে জগৎ রচনা সম্ভব নয়। তাদের মতে, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জীবের অদৃষ্টশক্তি বিবেচনা করে তাকে ফলদানের উদ্দেশ্যে পরমাণুর সাহায্যে জগৎ রচনা করেন। জগতের উপাদান কারণ পরমাণু আর নিমিত্তকারণ ঈশ্বর। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির জন্য নিশ্চল পরমাণুগুলির মধ্যে গতি সঞ্চার [struck out] করেন। পরমাণুর মধ্যে গতি সঞ্চালিত হলে দুটি পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয় দ্ব্যণুক। তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে উৎপন্ন হয় ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু। ত্রসরেণু অর্থে গতিশীল কণা,

ত্রসরেণুর মধ্যেই প্রথমে গতি সঞ্চারিত হয়। চতু-
ত্র্যণুকের সহায়ে চতুরণুক। এভাবে
সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে স্থূলতর মহা-
ভূত জাতীয় জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি হয়।
উল্লেখযোগ্য যে, বৈশেষিক মতে, যে
কোন পরমাণুর সঙ্গে যে কোন পরমাণু সংযুক্ত
হতে পারে না। একজাতীয় পরমাণু
সংযুক্ত হয়েই দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদি উৎপন্ন
হয়। এভাবে সমজাতীয় দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক,
চতুরণুক প্রভৃতি মিলিত হয়ে ক্রমশ
স্থূল থেকে স্থূলতর ক্ষিতি, অপ্, তেজ
ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের উৎপত্তি হয় এবং
সেইসব চতুর্ভূতের পারস্পরিক সংযোগে
জাগতিক বস্তুসমূহের উৎপত্তি হয়।

বৈশেষিক পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি:

প্রথমত: বৈশেষিকদের পরমাণুবাদের বিরু-
অনেকে আপত্তি করে বলেন, সাবয়ব দ্রব্যের
বিভাগের পর বিভাগ চলতে থাকলে অর্থাৎ
জড়বস্তু অনন্ত বিভাজ্য হলে, শেষবিভাগ
বলে কিছুই থাকে না, অথবা শেষ বিভা-
গে পাওয়া যায় তা নিছক শূন্যতা।
দুটি বিকল্পের ক্ষেত্রেই পরমাণুর অস্তিত্ব
প্রতিষ্ঠিত হয় না।

দ্বিতীয়ত: পরমাণু নিরংশ হলে
একটি পরমাণুর সঙ্গে অন্য একটি পরমাণু
সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হতে
পারে না এবং দ্ব্যণুকের উৎপত্তি না হলে
স্থূল জড়বস্তুরও উৎপত্তি হতে পারে
না। একটি দ্রব্যের সঙ্গে অন্য একটি
দ্রব্যের সংযোগ হলে প্রথম দ্রব্যটির
কোন এক অংশের সঙ্গেই দ্বিতীয় দ্রব্যের
কোন এক অংশের সংযোগ হয়। যেমন
বৃক্ষের সঙ্গে কোন বানরের সংযোগ হলে

তা বৃক্ষের কোন শাখার সঙ্গে কাণ্ডের দেহের কোন অংশের সংযোগ হয়। এমন ক্ষেত্রে পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর সংযোগ ব্যাখ্যা করতে হলে পরমাণুরও অংশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু পরমাণুর অংশ মানলে পরমাণু আর পরমাণু থাকে না।

তৃতীয়তঃ অতিসূক্ষ্ম পরমাণু সংযোগে স্থূল বস্তুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। ক্ষিতি প্রভৃতির পরমাণু অতিসূক্ষ্ম হওয়ায় তা অপ্রত্যক্ষগোচর, কিন্তু ক্ষিতির সূক্ষ্ম পরমাণু সংযোগে উৎপন্ন স্থূলক্ষিতি প্রত্যক্ষগোচর। অপ্রত্যক্ষগোচর অতিসূক্ষ্ম পরমাণু সংযোগে প্রত্যক্ষগোচর স্থূলবস্তুর উৎপত্তি হতে পারে না।